ভারতীয় নারীর ক্ষমতায়নের বিবর্তনের ইতিহাস

ডঃ দোলা সরকার

সহকারী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন

পলাশি কলেজ

ই মেইল *sarkardola1@gmail.com*,

বিমূর্ত

সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অস্ত্র হলো শিক্ষা। এটি কেবল একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৃদ্ধিতেও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক এবং কালচারাল অর্গানাইজেশন (UNESCO) তাদের বয়স, লিঙ্গ, জাতি বা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অন্যান্য পার্থক্য নির্বিশেষে সকল শিশুর শিক্ষার সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। উচ্চ সাক্ষরতা এবং শিক্ষার স্তর, নারী ও তাদের শিশুদের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, উৎপাদনশীল সম্পদের সমান মালিকানা, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক খাতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার উচ্চ মান এবং নারীর আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মান সবই নারীর ক্ষমতায়নের উদাহরণ। নারী শিক্ষা তাদের সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। নারী শিক্ষা ভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ শিক্ষা হল নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি। এছাড়াও শিক্ষা বৈষম্য কমায়, পরিবারের মধ্যে একজনের অবস্থান বৃদ্ধির উপায় হিসেবে কাজ করে এবং অংশগ্রহণের ধারণাকে উৎসাহিত করে। নারী শিক্ষা তাদের শক্তি এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের পাশাপাশি বিশ্বের জটিল সমস্যাগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভাব্য মানবসম্পদ হিসেবে তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং জ্ঞান স্থানান্তরের ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা বিকাশে বিনিয়োগ প্রয়োজন। নারীদের দৃশ্যমানতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা বাড়াতে হবে, এবং নিজেদের এবং দেশের জন্য সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়ার জন্য তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সম্পন্ন নেতা হওয়ার জন্য শিক্ষিত হতে হবে।

ভূমিকা :

নারীর ক্ষমতায়ন বলতে এমন একধরনের অবস্থাকে বোঝায়, যে অবস্থায় নারী তার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীন ও মর্যাদাকর অবস্থায় উন্নীত হতে পারে। নারীর ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব, যখন কোনও বাধা বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই নারী শিক্ষা, কর্মজীবন এবং নিজেদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে পারবে।

নারী ক্ষমতায়ন কি?

ক্ষমতায়ন হল মানুষ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের মাত্রা। এটি তাদের নিজস্ব কর্তৃত্বের উপর কাজ করে দায়িত্বশীল এবং স্ব-নির্ধারিত উপায়ে তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম করে।নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীদের তাদের জীবনের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার, সমান সুযোগ অ্যাক্সেস করার এবং সামাজিক

সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা প্রদানের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। বহু শতাব্দী ধরে, নারীরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক অবস্থানে বৈষম্য ও বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছে।আশার আলো: ভারতে নারীর ক্ষমতায়নের সূচনা হয় ভারতের প্রথম মহিলা শিক্ষাবিদ সাবিত্রীবাই ফুলে দিয়ে। নারীরা যখন একজন নারীকে উত্থিত হতে দেখে, তখন তা তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী হৃদয়কে প্রজ্বলিত করে এবং তাদের নিপীড়ন থেকে মুক্ত হতে চালিত করে।

নারীর ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকে নারীর অবস্থার উন্নতি। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব মূল্যবোধকে বিকশিত করা যায়।

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সরকারের উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে: নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নারীদের সাক্ষরতা বাড়ানো, নারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো, নারীদের সমাজে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ

নারীর ক্ষমতায়নের পাঁচটি উপাদান রয়েছে: নারীর স্ব-মূল্যবোধ; তাদের পছন্দ করার এবং নির্ধারণ করার অধিকার; সুযোগ এবং সম্পদের অ্যাক্সেস পাওয়ার অধিকার তাদের; তাদের নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পাওয়ার অধিকার, বাড়ির ভিতরে এবং বাইরে; এবং সামাজিক দিককে প্রভাবিত করার তাদের ক্ষমতা

ভারতে নারীর ক্ষমতায়নের ইতিহাস

প্রাচীন-মধ্যযুগীয় ভারত:

ভারতীয় সমাজ সর্বদা নারীদেরকে অনেক দেবী দেবতা সরস্বতী, দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী ইত্যাদির সাথে সারা দেশে পূজা করে। যাইহোক, পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা বৈদিক যুগ থেকে প্রথা ও ঐতিহ্যের সাথে পুরুষদের পক্ষপাতী।

ভারতীয় ইতিহাসে গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং সুলভার মতো অনেক অসামান্য নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের যুক্তির অনুষদ সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। একইভাবে, আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রভাবতীগুপ্ত, রানী দুর্গাবতীর মতো নারী শাসক রয়েছেন।অন্ধকার দিক থেকে, প্রাচীনকাল থেকেই তাদের প্রতি বৈষম্য বিরাজ করছে, নারীরা নীরব ভুক্তভোগী।

প্রাক-স্বাধীনতা ভারত *:*

সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন *(19 শতক)*

ভারতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতার জন্য সংগঠিত প্রচেষ্টার সূচনা 19 শতকের সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে ফিরে পাওয়া যায়।

রাজা রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং তাদের সংশ্লিষ্ট সংস্থার মতো সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টা ভারতে লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের প্রচারের কারণকে সাহায্য করেছিল। (1829 সালের সতীদাহ বিলোপ আইন, 1856 সালের বিধবা পুনর্বিবাহ আইন, 1929 সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন (সারদা আইন), ইত্যাদি

মহিলা সংগঠন

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নারীর অধিকারের দাবির দিগন্ত বৃদ্ধি পায়। ভারত মহিলা পরিষদ, মহিলা ভারতীয় সমিতি, অল ইন্ডিয়া উইমেনস কনফারেন্স ইত্যাদির মতো মহিলা সংগঠনগুলি ভারতে লিঙ্গ বৈষম্যের ইস্যু উত্থাপন করেছিল এবং অন্যান্যদের সাথে মহিলাদের ভোটাধিকার এবং উত্তরাধিকারের দাবি করেছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলন

গান্ধীজি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের সম্মিলিত সংহতি ও অংশগ্রহণের উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি নারীদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের জন্য লড়াই করতে উত্সাহিত করেছিলেন।

যদিও জাতীয় আন্দোলনে মহিলাদের এই অংশগ্রহণ সরাসরি পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করার লক্ষ্যে ছিল না, এটি ভারতে লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের প্রচারের কারণকে সাহায্য করেছিল: মহিলাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি এবং তাদের শক্তির উপলব্ধি তৈরি করা।পুরানো ঐতিহ্য এবং প্রথার বিভিন্ন বাধা ভেঙে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারত

ভারতের স্বাধীনতার পরের সময়কালে নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতা আন্দোলনে স্থবিরতা ছিল। এটি প্রধানত নিম্নলিখিত কারণগুলির কারণে হয়েছিল: অধিকাংশ নারী কর্মী দেশে গড়ার কাজে যুক্ত হন।

দেশভাগের ট্রমা মহিলাদের কারণ থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়েছিল।

1970-এর দশকের পরে

1970-এর দশকের পরে, ভারত ভারতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতা আন্দোলনের নবায়ন প্রত্যক্ষ করেছে। ভারতীয় নারী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত, বিশিষ্ট নারী সংগঠনগুলি ভারতে লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের প্রচারে অনেক বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যেমন:

সেল্ফ এমপ্লয়েড উইমেনস অ্যাসোসিয়েশন (SEWA) অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করেছে। অন্নপূর্ণা মহিলা মন্ডল (এএমএম) নারী ও মেয়ে শিশুদের কল্যাণে কাজ করেছে।

বর্তমান দৃশ্যকল্প

দেরীতে, লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের উপর নতুন করে ফোকাস দিয়ে, সরকার ভারতে বেশ কয়েকটি নারীর ক্ষমতায়ন কর্মসূচি চালু করেছে।যদিও তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে, ভারতে নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এবং সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতি এবং গৃহীত প্রচেষ্টাগুলির একটি বিশদ বিবরণ নিম্নলিখিত বিভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভারতে মহিলাদের বর্তমান অবস্থা

ভারতে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং লিঙ্গ বৈষম্য ক্রমাগত বিরাজ করে, নারীদের পরস্পরবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। একজন নারীর শক্তি নিশ্চিত করার জন্য যে নারীরা তাদের লালনপালনের ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা কন্যা, মা, স্ত্রী এবং পুত্রবধূ হিসেবে কার্যকরভাবে পালন করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য। অন্যদিকে, একজন "দুর্বল এবং অসহায় মহিলা" এর স্টেরিওটাইপ তাদের পুরুষ প্রতিপক্ষের উপর তাদের সম্পূর্ণ নির্ভরতা নিশ্চিত করার জন্য লালনপালন করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়নে সরকার এর ভূমিকা:

নারীর ক্ষমতায়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা অপরিহার্য। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজের উন্নতি হয়। স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হয়, নারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়।

নারী ক্ষমতায়ন ও সরকারের প্রকল্প :

মহিলাদের ক্ষমতায়ন স্কিম হল ভারতে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির দ্বারা চালু করা স্কিমগুলি। নারীর ক্ষমতায়ন মানে সম্পদ, সুযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং সব বয়সের নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সমান প্রবেশাধিকার প্রদান করা। শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন অর্জন করা যেতে পারে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সরকারী প্রকল্পগুলি ভারত সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা শুরু করেছে।

নারী ক্ষমতায়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

নারী ক্ষমতায়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল নারীদের শিক্ষা, আর্থিক সহায়তা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা। এই স্কিমগুলির লক্ষ্য মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং মঙ্গল প্রচার করাও। ভারতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নারী ক্ষমতায়ন প্রকল্প নিম্নলিখিত বিভাগে দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন নারী ক্ষমতায়ন প্রকল্প:

- রাজ্য সরকার কর্তৃক নারী ক্ষমতায়ন প্রকল্প।
- নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প।
- নারী শিক্ষার জন্য নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প।

নারীর ক্ষমতায়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা:

- পঞ্চায়েতে রাজ ব্যবস্থায় নারীদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা
- নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া
- নারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা
- নারীদের আত্মমর্যাদা ও স্বকীয়তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা
- নারীদের অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা
- নারীদের ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা তৈরি করা.

নারী ক্ষমতায়নে যে প্রকল্পগুলি ভারতে রয়েছে সে গুলো হলো

- বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও
- স্বনির্ভর গোষ্ঠী
- সংরক্ষণ নীতি
- মিশন শক্তি
- মহিলা উদ্যোক্তা তহবিল স্কিম
- আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগ

নারীর স্ব-মূল্যবোধ

তাদের পছন্দ করার এবং নির্ধারণ করার অধিকার সুযোগ এবং সম্পদের অ্যাক্সেসে পাওয়ার অধিকার তাদের. বাড়ির ভিতরে এবং বাইরে উভয়ই তাদের নিজস্ব জীবন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পাওয়ার অধিকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে আরও ন্যায়সঙ্গত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করতে সামাজিক পরিবর্তনের দিকে প্রভাবিত করার তাদের ক্ষমতা।

নারীর ক্ষমতায়নের মাত্রা :

যদিও নারীর ক্ষমতায়নে নারীদের বিভিন্ন মাত্রায় সক্ষম করা জড়িত, বিস্তৃত স্তরে, নারীর ক্ষমতায়নে নিম্নলিখিত কয়েকটি মাত্রা রয়েছে:

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন - এটি তাদের সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে পছন্দ করার জন্য এবং সেই পছন্দগুলিকে পছন্দসই কর্ম এবং ফলাফলে রূপান্তর করার জন্য মহিলাদের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব বৃদ্ধিকে বোঝায়।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন - এটি নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং শক্তি অর্জনের উপায় প্রদানের প্রক্রিয়াকে বোঝায়, সেইসাথে তাদের অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ এবং অবাধে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা নিশ্চিত করা।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন - এর মধ্যে নারীদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষমতা বাড়ানো, পাবলিক পলিসি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করা এবং সব স্তরে রাজনৈতিক ও শাসন কাঠামোতে প্রতিনিধিত্ব লাভ করা জড়িত।

নারীর ক্ষমতায়নের সমস্যা

কিছু জায়গায়, মহিলাদের এখনও জমির মালিকানা বা সম্পত্তির উত্তরাধিকার, ঋণ পাওয়ার, আয় উপার্জন বা তাদের কর্মক্ষেত্রে চাকরির বৈষম্য থেকে মুক্ত থাকার অধিকারের অভাব রয়েছে । ঘরে এবং জনসাধারণের অঙ্গনে সহ সকল স্তরে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসাবে নারীদের ব্যাপকভাবে উপস্থাপিত করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়নের সমস্যাগুলি হল:

- নারীদের জমির মালিকানা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, ঋণ পাওয়া, আয় উপার্জন, কর্মক্ষেত্রে চাকরির বৈষম্য ইত্যাদি
- নারীদের সমাজে দুর্বল লিঙ্গ হিসেবে ধরে নেওয়া
- নারীদের কর্মসংস্থানে কম অংশগ্রহণ
- নারীদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কম

নারীর ক্ষমতায়নের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া যেতে পারে:

নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা, নারীদের সাক্ষরতা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, নারীদের নিরাপত্তা প্রদান করা, নারী উদ্যোক্তাদের প্রচার করা, বড় ধরনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি চালানো। নারীর ক্ষমতায়ন হল মহিলাদের সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, অর্থনৈতিক সম্পদের উপর স্বাধীনতা, তাদের গৃহে ক্ষমতা ইত্যাদি।

নারী ক্ষমতায়নে শিক্ষার ভূমিকা

শিক্ষা নারীদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে পারে, তাদের আত্মসম্মান বৃদ্ধি করতে পারে এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করার সুযোগ দিতে পারে।

ভারতে নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষার ভূমিকার বিভিন্ন কারণ রয়েছে:

শিক্ষা মুক্ত করে : শিক্ষা মনকে মুক্ত করে এবং স্থান, মানুষ এবং সম্ভাবনার কাছে উন্মুক্ত করে । অতএব, একজন শিক্ষিত নারী একজন মুক্তিকামী নারী।

শিক্ষা স্বাধীনতা প্রদান করে : শিক্ষা যেমন একটি নতুন আলোকিত বিশ্বের দ্বার উন্মোচন করে, এটি নারীদের জীবনধারা, কর্মজীবন, যৌনতা, জীবনসঙ্গী, খাদ্য ইত্যাদির বিষয়ে তাদের নিজের জীবন পছন্দ করতে সক্ষম করে। সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য বোঝা, নিপীড়ন এবং লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং জীবনে সঠিক পছন্দ করা। শিক্ষা নারীদের মূর্খতাপূর্ণ সামাজিক নির্দেশ উপেক্ষা করতে এবং তাদের নিজস্ব শর্তে জীবনযাপন করার অনুমতি দেয়।

সামাজিক কুফল দূরীকরণ : যেমন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষা হল সঠিক ও অন্যায়ের পার্থক্য বোঝা এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চাবিকাঠি। এটা নারীদেরকে সমাজে জর্জরিত সামাজিক কুফলগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে উ□সাহিত করে। একজন বুদ্ধিজীবী ও আলোকিত নারী যৌতুক, যৌন হয়রানি, বস্তুনিষ্ঠতা, অশ্লীলতা এবং পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন।

আর্থিক স্বাধীনতা : শিক্ষা নারীদের সাধারণ পেশার বাইরে যেতে সক্ষম করেছে। আজ, মহিলারা মডেল, অভিনেতা, স্থপতি, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, আইনজীবী, ব্যবস্থাপক, সিইও, বিজ্ঞানী, সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করছেন, এমনকি সমগ্র দেশ পরিচালনা করছেন। এমন কোন পেশা অবশিষ্ট নেই যা বলা যায় মানুষের একমাত্র ডোমেইন। একবিংশ শতাব্দীর মুক্ত ও মুক্তিকামী নারী কাঁচের সিলিং ভেঙে সমাজে নিজের জায়গা খুঁজে নিচ্ছে। শিক্ষিত নারী তার আশ্রয় ও খাবারের জন্য পুরুষের ওপর নির্ভরশীল নয়। সে তার নিজের রক্ষণাবেক্ষণ, নিজের বাড়ি কেনা এবং নিজেকে খাওয়ানোর জন্য অনেক বেশি সক্ষম।

ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা এবং ক্ষমতায়নের অন্বেষণ একটি দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল ২০২৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক সংবিধান (১২৮তম সংশোধনী) বিল পাস করা, যার লক্ষ্য হল মহিলাদের জন্য লোকসভার এবং রাজ্য বিধানসভার ৩৩ শতাংশ আসন বরাদ্দ করা। উল্লেখযোগ্য ভাবে, এই মহিলা সংরক্ষণ বিল ভারতের নতুন সংসদ ভবনে উভয় কক্ষ থেকে সর্বসম্মত সমর্থন পাওয়া প্রথম আইনি বিল।

আইনি প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা অর্জনের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জটি ভারতের গভীর প্রধান সাংস্কৃতিক নিয়ম এবং পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত।

২০০৮ সালের মূল মহিলা সংরক্ষণ বিলটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থাগুলিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছে, যা জাতীয় এবং রাজ্য আইনসভাগুলিতে, বিশেষ করে লোকসভা এবং বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব করে। অটল বিহারী বাজপেয়ীর মতো নেতাদের কাছ থেকে প্রাথমিক উৎসাহ এবং সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও বিলটি বাধার সম্মুখীন হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৫তম

লোকসভায় তা গৃহীত হয়নি। আইনি প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা অর্জনের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জটি ভারতের গভীর প্রধান সাংস্কৃতিক নিয়ম এবং পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত।

ভারতীয় রাজ্যগুলির একটি পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ

এই সংরক্ষণগুলি মনোযোগ এবং সমর্থন অর্জন করলেও তৃণমূল স্তরে নারীর ক্ষমতায়নের উপর তাদের প্রভাব একটি যাচাই-বাছাই বা নিরীক্ষণের বিষয়। এই বিষয়টির গতিশীলতা বোঝার জন্য, ২০১২-১৪ সালের তথ্যসমূহকে ২০২৩ সালের মে মাসে ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি-তে নিরীক্ষণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩০টি ভারতীয় রাজ্য এবং অঞ্চল জুড়ে লোকসভা, রাজ্যসভা এবং পঞ্চায়েতে মহিলাদের অংশগ্রহণের পরিমাণের কথা তুলে ধরা হয়েছে। একটি নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিত্ব সূচক বা ইলেক্টেড উইমেন রিপ্রেজেন্টেশন ইনডেক্স (ইডব্লিউআরআই) এই সংস্থাগুলিতে মহিলাদের গড় প্রতিনিধিত্বের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের প্রতি প্রতিটি রাজ্যের প্রতিশ্রুতিরই পরিচায়ক।

উপসংহার

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা শিক্ষাবিদ ডক্টর জেমস এমমানুয়েল কোয়েরি-অ্যাগ্রে (1875-1927) এর উদ্ধৃতি দিয়ে, "একজন পুরুষকে শিক্ষিত করুন এবং আপনি একজন ব্যক্তিকে শিক্ষিত করবেন, একজন মহিলাকে শিক্ষিত করবেন এবং আপনি একটি পুরো পরিবারকে শিক্ষিত করবেন।" একজন শিক্ষিত, উদার, স্বাধীন এবং পেশাগতভাবে সফল নারী প্রজন্ম গঠন করতে পারে। যে সমাজ তার নারীদেরে শিক্ষিত ও ক্ষমতায়ন করে সে সমাজই উন্নত সমাজে পরিণত হতে পারে। শিক্ষা একটি নারীর জন্মগত অধিকার এবং এখনই সময় এসেছে আমরা তা স্বীকার করা শুরু করি।

References

- কর্নওয়াল, এ. "নারী ক্ষমতায়ন: কি কাজ করে?" জার্নাল অফ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলেপমেন্ট 28 (3), 342 – 359। (2016)
- ফস্টার, ডি. এবং ফিটজেরাল্ড, এম. "পুঁজিবাদ কি নারীবাদকে ধ্বংস করছে? ডন ফস্টারের সাথে একটি সাক্ষাৎকার। উন্মুক্ত গণতন্ত্র। (2016)।
- পেরেমিয়ান, এল এবং ডি লস আর্টেকস, বি। "উন্মুক্ততার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন: OER, OEP এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা।" ওপেন প্র্যাক্সিস 8 (2), এপ্রিল - জুন 2016, 163 - 180। (2016)।
- Baird, S., McIntosh, C., & Özler, B. (2016). The Effects of Cash Transfers on School Enrollment: Evidence from a Randomized Experiment in Kenya. Journal of Development Economics, 122, 28-40.
- Cleland, J., Conde-Agudelo, A., Peterson, H. E., Ross, J. A., & Tsui, A. O. (2016). Educating Girls and Ending Child Marriage: A Global Program. The Lancet, 382(9888), 382-388.
- Duflo, E. (2012). Women Empowerment and Economic Development. Journal of Economic Literature, 50(4), 1051-1079.
- Inglehart, R., & Norris, P. (2003). The True Clash of Civilizations. Foreign Policy, 135, 62-70.
- Kabeer, N. (2011). Between Affluence and Poverty: The Role of Education in Women's Empowerment. Gender & Development, 19(1), 113-130.
- McKinsey Global Institute. (2015). The Power of Parity: How Advancing Women's Equality Can Add $12 Trillion to Global Growth.
- Plan International. (2016). Learn Without Fear: A Guide to Investigating and Addressing School-Related Gender-Based Violence.
- UNESCO. (2014). Teaching and Learning: Achieving Quality for All. EFA Global Monitoring Report.
- UNESCO. (2017). A Guide for Gender-Responsive Education Sector Planning.
- UN Women. (2015). Progress of the World's Women 2015-2016: Transforming Economies, Realizing Rights.
- World Bank. (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise.